04

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ছাত্র ভর্তি সমস্যা

রাজধানীতে এখন ছাত্র ভর্তি সমস্যা নিয়ে অভিভাবকগণ উদ্বিগ্ন। সরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ৫ দিনব্যাপী এই ভর্তি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে গত শনিবার ৫টি সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় বিভিন্ন শ্রেণীতে ৬শ' ৬৫টি আসনের জন্য ৪ হাজার ৯শ' ৫১ জন প্রার্থী অংশ নিয়েছে। পরীক্ষা চলাকালে স্কুলগুলোর বাইরে হাজার হাজার অভিভাবক-অভিভাবিকা দারুণ উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন। উল্লেখিত পাঁচটি স্কুলের সবগুলোতেই অভিভাবক-অভিভাবিকাদের এই ভিড় দেখা গেছে। পরীক্ষা শেষে কোন কোন স্কুলে ভিড়ের মধ্যে কয়েকটি শিশু সাময়িকভাবে হারিয়েও গিয়েছিল। পরে অবশ্য ভিড় কমে আসায় অভিভাবকরা তাদের খুঁজে পেয়েছেন। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার থেকে রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রথম দিনেও ৪টি স্কুলে ৮শ' ৯৬টি আসনের জন্য ৫ হাজার ৩শ' ৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছে।

৫ দিনের মধ্যে প্রথম ২ দিনের এই পরিস্থিতি থেকে রাজধানীতে ছাত্র ভর্তি সমস্যার স্বরূপটি সহজেই অনুমান করা যায়। ঢাকায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির মওসুম আসার অনেক আগে থেকেই এবার শুরু হয়েছিল ভর্তি কোচিং। অভিভাবকদের অধিকাংশই যে, ছেলেমেয়েদের যাতে ভাল স্কুলে ভর্তি করানো যায়, সে জন্য এসব কোচিংয়ের আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাও সহজেই অনুমিত হয়। কিন্তু বিশেষ কোচিং, তদবির ও নানাবিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভাল স্কুলে ভর্তি ইচ্ছুক সব ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে পারবে না; পারাও সম্ভব নয়। কারণ, রাজধানীর সরকারী স্কুলগুলোতে আসন সংখ্যা যা তার থেকে বেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব নয়। প্রতি বছর এই মওসুমে ঢাকা মহানগরীর প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে এই ভর্তি সমস্যা। আর এই নিয়ে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের উদ্বেগ ও দুঃশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। রাজধানীতে স্কুলে ভর্তি যোগ্য শিশুদের বাবা-মায়েদের ওপর একটি তীব্র মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় এই সময়ে।

ভর্তি সমস্যার এটি জটিল ও দুঃসহ দিক। তবে, এর আরেকটি দিকও রয়েছে। এই রাজধানীতেই এমন অনেক বেসরকারী স্কুল আছে— যেখানে আসন খালি থাকা সত্ত্বেও ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের তেমন কোনো চাপ নেই। কারণ এসব স্কুলের ফলাফল তেমন ভাল নয়। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের পারত পক্ষে এসব স্কুলে দিতে চান না। তাদের লক্ষ্য থাকে ২৪টি সরকারী এবং হাতে গোনা কয়েকটি বেসরকারী স্কুলের প্রতি। ফলে রাজধানীতে দিন দিন ভর্তি সমস্যা বেড়েই চলেছে। এছাড়া একই মহানগরীতে দুই রকম মানের শিক্ষাও চলছে। অথচ, বেসরকারী স্কুলগুলোকে পর্যায়ক্রমে দক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির দ্বারা বর্তমানের ভাল স্কুলগুলোর কাতারে উন্নীত করা যায়। আগামী ৫ বছরের মধ্যেই এ কাজটি সম্পন্ন করা যেতে পারে। আর তা করা হলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা যে, আগামী দেড়-দুই দশক রাজধানীতে ছাত্র ভর্তি সমস্যা সৃষ্টির কোনো আশংকা থাকবে না। ঢাকার এই ছাত্র ভর্তি সমস্যাটিকে শুধু মাত্র অভিভাবকদের সমস্যা হিসেবে ছোট করে দেখার আর অবকাশ নেই। তাই রাজধানীর সবগুলো স্কুলকে একই মানে— একই সমতলে স্থাপন করার কাজটি জরুরী ভিত্তিতে শুরু করা হবে বলে আমরা আশা করি। তা না হলে এই সংকট মহানগরীর শিক্ষা ক্ষেত্রের এই প্রাথমিক পর্যায়ে নানা রকম অনিয়ম, কারচুপি ও বিকৃতির জন্ম দিতে শুরু করবে। একই সাথে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ-সুবিধা ও মানে দু'টি বিপরীতমুখী স্তর সৃষ্টি হবে— যা আমাদের ভবিষ্যত মেধা ও জনশক্তিকেও দ্বিধাবিভক্ত করে তুলবে। কাজেই বিষয়টির প্রতি সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলের মনোযোগ কাম্য।